সামান্য

সব পদার্থ কে দু ভাগে ভাগ করা যায়- যা আছে, তা হয় বিশেষ/ব্যক্তি, নয় তো ধর্ম।

ব্যক্তিঃ

"ব্যক্তি" মানে কেবল person না, যে কোনো বিশেষ যার নিজস্ব নাম আছে, সেই পদার্থই ব্যক্তি;

তাই "কোলকাতা", "গঙ্গা" এরাও ব্যক্তি।

এ---, ও---, ----টি, -----টা—এসব চিহ্নযুক্ত শব্দ যা বোঝায়, তাও ব্যক্তি, যেরকম এ পেনটি, ও টেবিলটা।

কোনো ব্যক্তি একই সময় একাধিক জায়গায় থাকতে পারে না।

আবার ব্যক্তি কঠিন জড় দ্রব্য নাও হতে পারেঃ এই ছায়াটা, রামধনুটা, আকাশ -এরা ও ব্যক্তি।

ব্যক্তি থাকে দেশ-কালে, আর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

ধর্মঃ

যাদের নিজস্ব নাম নেই, এরকম কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কে আমরা শনাক্ত করি ধর্ম (property) দিয়ে। ধর্ম ছাড়া ব্যক্তি নাই, আবার ধর্মও থাকে কোনো না কোনো ব্যক্তি কে আশ্রয় করে।

ধর্ম বোঝাতে '__ত্ব', '__তা' (যেরকম সাধুতা, লালত্ব) ব্যাবহার করা হয়।

ধর্ম কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য। ধর্ম দেশে-কালে থাকে না।

'নাম' ঃ নামও দু রকমঃ ব্যক্তিনাম/স্বীয় নাম—রাম, শ্যাম, হিমালয় ও সাধারণ নাম—যে নাম একজাতীয় অনেক ব্যক্তির নাম-যে রকম 'মানুষ', 'গোরু'।

'নির্দেশ'ঃ ব্যক্তিনাম নির্দেশ করে /বোঝায়/ চিহ্নিত করে- কোনো ব্যক্তি কে।

সাধারণ নাম/শব্দ কোনো ব্যক্তি কে নির্দেশ করে না, এসব বোঝায় কোনো ধর্ম কে।

'দৃষ্টান্ত'ঃ ব্যক্তই কোন কিছুর (যেমন ধর্মের) দৃষ্টান্ত, 'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত' কথাটার মানে হয় না- যেমন রবিন্দ্রনাথ- এর বা গঙ্গানদীর দৃষ্টান্ত দাও-এ প্রশ্নের মানে হয় না, কিন্তু এ কথা বলতে পারি-কবির দৃষ্টান্ত দাও বা নদীর দৃষ্টান্ত দাও।

যখন বলি দ্রব্যের দৃষ্টান্ত দাও, তখন আসলে চাই দ্রবত্ব আছে এমন ব্যক্তি, জিনিস এর উদাহরণ যাতে দ্রবত্ব আছে।

সামান্য প্রসঙ্গে আমরা দৃষ্টান্ত বলতে বুঝব ধর্মের দৃষ্টান্ত-যেমন ত্রিভুজত্ব, নিলত্ব।

'সামান্য' এসেছে 'সমান' থেকে, সামান্য=সমান ধরম-যে ধর্ম অনেকেতে সমভাবে বর্তমান। যথা, গোত্ব একটা সামান্য, এটা সব গরুতে সমভাবে বর্তায়।

সামান্যই এমন ধর্ম যা ব্যক্তি কে শনাক্ত করে, অপর বস্তু থেকে পৃথক করে। সামান্যই ব্যক্তি নির্ণায়ক ধর্ম। এই বস্তুটিতে এই শব্দটি প্রযোজ্য কি না তা জানাতে হলে দেখার দরকার এতে অমুক [লক্ষণ] ধর্ম আছে কি না।

Hospers এর মতে সামান্যের স্বরুপ বা লক্ষনঃ সামান্য হল এমন কিছু যার দৃষ্টান্ত আছে।

তবে এই লক্ষণ টি অতিব্যাপক। কেননা আমরা শ্রেণীর দৃষ্টান্তের কথাও বলি। যেমন বলি- ত্রিভুজের (অর্থাৎ ত্রিভুজ শ্রেণীর কোন সভ্যের) দৃষ্টান্ত দাও।

তাই এই লক্ষণ কে দোষরহিত করতে হলে বলতে হবেঃ সামান্য হল এমন পদার্থ যা ভাষায় ব্যক্ত করতে হলে দরকার এমন কথা যার শেষ আছে "ত্ব", "তা", "___হওয়া"। যথা গোত্বের, নীলত্বের দৃষ্টান্ত আছে, কাজেই এগুলি সামান্য।

প্লেটোর সামান্য-তত্ত্বঃ তোমাদের 1st semester এ CC2 তে এইটা আছে। পড়ে নেবে। Important.

সাদৃশ্য তত্ত্বঃ

নেতিবাচক উক্তি-

১) প্লেটোর তত্ব বর্জন- জগতের বিশেষ বস্তুগুলি (যেরকম তোমরা!) অতিজাগতিক সামান্যের কপি বা অনুকৃতি নয়। অন্য জগতে এদের নিখুঁত আদিরূপ বা মূল (Archetype) নেই।

২) অ্যারিস্টটলের তত্ব বর্জন- এমন কোনো ধর্ম নেই যা একজাতীয় সব বিশেষে একই ভাবে আছে।

৩) প্রত্যয়বাদ, মনশ্চিত্রবাদ বর্জন-একজাতীয় বিশেষে কেন একই নাম [জাতিবাচক শব্দ] প্রযোজ্য তা ব্যাখ্যার জন্য প্রত্যয় বা মনশচিত্রের কথা তোলার দরকার নেই।

৪) নামেইক্যবাদ বর্জন- একজাতীয় বিশেষের মধ্যে কেবল এদের নামের ব্যাপারে মিল আছে- এ কথা ঠিক নয়।

ইতিবাচক উক্তি-

সাদৃশ্যবাদীদের মতে, বিভিন্ন বিশেষের বেলায় আমরা যে একই জাতিবাচক শব্দ প্রয়োগ করি তার হেতু হল, বিশেষগুলির মধ্যে সাদৃশ্য দর্শন।

তাদের মতে আমরা কতগুলি বিশেষ বস্তু কে একই প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত বলে গন্য করি। যথা, আমাদের নীলত্বের ধারণা বা প্রত্যয় আছে। কিন্তু সব নীল জিনিসের রঙ অভিন্ন নয়। নীল নানা রকমের হয়- হাল্কা নীল, Deep নীল, আকাশি নীল। কিন্তু একথা মানতে হবে, নীল বস্তুগুলির মধ্যে কম-বেশি সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্যবাদীরা বলেন, এ সাদৃশ্য দেখেই আমরা বস্তুগুলিএ বেলায় "নীল" শব্দ টি প্রয়োগ করি।

সাদৃশ্য-তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তিঃ

১) কতকগুলি বিশেষের মধ্যে একই অভিন্ন ধর্ম যদি না থাকে তাহলেঃ স্বীয় নাম, যেমন "মৌসুমি"[আমার ছাত্রীর নাম] আর সাধারণ নাম "ছাত্রী"- এর মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না।

এ আপত্তির উত্তরে সাদৃশ্যবাদীরা বলেনঃ স্বীয় নাম হল প্রকৃতই নাম, কিন্তু যাকে জাতিবাচক নাম বলা হয়, তা প্রকৃত নাম নয়, জাতিবাচক শব্দ। এরকম শব্দ কোনো কিছুরই নাম নয়। স্বীয় নামের কাজ কেবল বিশেষ নির্দেশ করা, আর জাতিবাচক শব্দের কাজ কতকগুলি বিশেষের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

২) সাদৃশ্যবাদীরা নীলত্ব, ত্রিভুজত্ব ইত্যাদি সামান্য মানতে চান না। কিন্তু সাদৃশ্য নিজেই তো একটা সামান্য। কাজেই সামান্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

সাদৃশ্যবাদীরা বলেন -নীলত্ব, ত্রিভুজত্ব ইত্যাদি যে সামান্য তা মানতে আপত্তি নেই। তবে এসব, যথা ত্রিভুজত্ব, সামান্য এ অর্থেঃ সব নীল বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখেই আমরা জাতিবাচক শব্দ "নীল" কথাটা প্রয়োগ করি। যদি আমরা বিভিন্ন বিশেষ বস্তুদের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে না পারতাম, তাহলে ভাষায় কোনো জাতিবাচক শব্দ থাকত না।

বিশেষগুলির মধ্যে কম-বেশি সাদৃশ্য আছে বলেই কতকগুলি বিশেষকে একই সাধারণ শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।